যায়যায়দিন

তারিখ 28 APR 2007
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৭

ঢাবির অধিকাংশ তদন্ত কমিটির রিপোর্ট প্রকাশ করা হয় না

পলাশ সরকার

গত তিন দশকে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে প্রায় ৬০০ তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ তদন্ত কমিটির রিপোর্ট আলোর মুখ দেখেনি। ইউনিভার্সিটিতে বিভিন্ন সময় হত্যা, অপহরণ, সংঘর্ষ, দুর্নীতি, অনিয়ম, জালিয়াতির ঘটনা অনুসন্ধানের জন্য এসব তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। কোনো বিষয়ে অভিযোগ উঠলে সিন্ডিকেট তদন্ত কমিটি গঠন করে। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞ শিক্ষকদের দায়িত্ব দেয়া হয় তদন্তের জন্য।

জানা গেছে, শিক্ষকদের ব্যস্ততা ও তাদের নানা সীমাবদ্ধতার জন্য তদন্ত কমিটি ঠিকমতো কাজ করতে পারে না। শিক্ষকদের অনুপস্থিতির কারণে অনেক সময় মিটিং হয় না।

তবে শিক্ষকরা অভিযোগ করেন, ক্লাস, কনসালটান্সি বা তাদের ব্যক্তিগত কাজের জন্য অনেক সময়ই তার উপস্থিত থাকতে পারেন না তদন্ত কমিটির মিটিংয়ে।

কোনো শিক্ষার্থী কিংবা কর্মচারী-কর্মকর্তা অন্যায় বা অনিয়ম করলে তদন্ত কমিটি এ বিষয়ে রিপোর্ট দিতে দেরি করে না। তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থাও নেয়া হয় দ্রুত। কিন্তু শিক্ষকদের দুর্নীতি ও অনিয়মের বেলায় এ পৃঃ ১১ কঃ ৪

ঢাবির অধিকাংশ তদন্ত

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

তৎপরতা দেখা যায় না।

ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে ভুয়া শিক্ষার্থী ভর্তির বিষয়টি তদন্তের জন্য তথ্যানুসন্ধান কমিটি গঠন করা হয়েছে। এ ভুয়া ভর্তির সঙ্গে ইউনিভার্সিটির ছাত্র, শিক্ষক এবং কর্মচারী-কর্মকর্তা জড়িত বলে অভিযোগ উঠলেও শুধু কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। পার পেয়ে গেছেন শিক্ষকরা।

খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে, আগে ক্ষমতাসীন দলগুলোর মতাদর্শী কোনো শিক্ষক কোনো অনিয়ম করলে তা ধামাচাপা দেয়ার জন্য বিভিন্ন দিক থেকে কমিটির ওপর চাপ আসতো। এ চাপের কারণে কমিটির সদস্যরা কোনো রকম তদন্ত করে সাদামাটা রিপোর্ট প্রকাশ করতেন। এ দুর্বল রিপোর্টের ভিত্তিতে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া সম্ভব হতো না।

আবার স্বয়ং অভিযুক্ত ব্যক্তিকেই তদন্ত কমিটিতে রাখার অভিযোগ আছে বহু। যেমন গত বছর সমাজকল্যাণ ইন্সটিটিউটের পরিচালক প্রফেসর আতিকুর রহমানের বিরুদ্ধে দুর্নীতি, অনিয়ম, স্বেচ্ছাচারিতার অভিযোগ এনে সেখানকার সব শিক্ষক অনির্দিষ্টকালের জন্য কর্মবিরতি পালন করেন। আর এ নিয়ে কর্তৃপক্ষ যে তদন্ত কমিটি গঠন করে সেখানে আতিকুর রহমানও ছিলেন একজন সদস্য।

অনেক সময় দেখা গেছে, তদন্ত কমিটির মেম্বাররা কাজের প্রতি আন্তরিক হলেও উপযুক্ত সাক্ষ্য-প্রমাণের অভাবে তারা কাজ করতে পারেন না। অভিযোগ আছে, নীল, সাদা ও গোলাপি দলে বিভক্ত ঢাকা ইউনিভার্সিটির শিক্ষক রাজনীতির কারণেও তদন্ত স্বচ্ছ হয় না।

আবার কোনো দলের রোষানলে পড়ার ভয়ে তদন্ত কমিটি দুর্বল রিপোর্ট প্রকাশ করে। একাধিক তদন্ত কমিটিতে ছিলেন এমন কয়েকজন শিক্ষকের সঙ্গে আলাপকালে তারা জানান, বারবার চিঠি দিয়েও ঘটনার সাক্ষীদের পাওয়া যায় না। তার ওপর আছে চাপ।

বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি গঠন করে শামসুন্নাহার হলে ছাত্রীদের ওপর পুলিশি তাণ্ডবের সঙ্গে জড়িতদের চিহ্নিত করা হয়নি।

গত বছর সাংবাদিক সমিতি অফিসে ছাত্রলীগের হামলার ঘটনা তদন্তের জন্য ইউনিভার্সিটির ট্রেজারার প্রফেসর সৈয়দ আবুল কালাম আজাদকে প্রধান করে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছিল। এর রিপোর্টও আলোর মুখ দেখেনি।

শাহবাগ মোড়ে মেধাবী ছাত্রী শাম্মী নিহতের ঘটনা, সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন প্রফেসর হারুন অর রশীদের বিরুদ্ধে ভর্তি পরীক্ষার সময় নিজ মেয়েকে প্রশ্নপত্র দেয়ার বিষয়টিও এভাবে ধামাচাপা পড়ে যায়। ২০০৪ সালে ছাত্রদল নেতা খোকন হত্যার ব্যাপারেও কমিটির রিপোর্ট পাওয়া যায়নি। ২০০৫ সালে টিএসসিতে ভালোবাসা দিবসে বোমা হামলার ঘটনায় ইউনিভার্সিটি কর্তৃপক্ষ ছয় সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে। জানা গেছে, এ কমিটি বোমা হামলার কারণ উদ্ঘাটন করতে পারেনি।

অনেকে বলেছেন, একটি তদন্ত সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করার জন্য যে ধরনের লজিস্টিক সাপোর্ট প্রয়োজন তা ইউনিভার্সিটির নেই। তবে এ বিষয়ে ঢাকা ইউনিভার্সিটি ভিসি প্রফেসর ড. এস এম এ ফায়েজ যায়যায়দিনকে বলেন, প্রতিটি তদন্ত কমিটির রিপোর্ট সিন্ডিকেটে প্রকাশ করা হয়। সিন্ডিকেট যদি মনে করে এটি প্রকাশ করা দরকার তাহলে তা প্রকাশ করা হয়।